

যু'মিনের
নিত্যদিনের 'আমল



ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ

সুবুজা প্রা

লেখক-পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ। ১৯৭৬ সালের ১ নভেম্বর, সোমবার ফেনী জেলার ইজ্জতপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম, মো: ছাদেক বিন সেকান্দার এবং মাতার নাম, হোসেনয়ারা বেগম মুক্তা বিনতে আব্দুল খালেক। আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ।

ইজ্জতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে স্থানীয় দাইয়াবিবি আজিমিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে দাখিল পাস করেন। পরবর্তীতে উচ্চতর পড়াশুনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন এবং কৃতিত্বের সাথে আলিম, ফাযিল ও কামিল পাস করেন। ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও ২০০৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৪ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

পারিবারিক দ্বীনী-ইল্মি পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন এই লেখক। আনুষ্ঠানিক একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মনিয়োগ করেন লেখা-লেখিতে। গড়ে তোলেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার। পেশাগত জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি একজন লেখক, গবেষক, সমাজে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখার বৃত্তি প্রদান, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও ব্যবসার উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন। লেখক দীর্ঘ প্রায় দু'যুগ ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, স্মারক, স্মরণিকায় নিয়মিত লেখা ও সম্পাদনা করে আসছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বই হলো, ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, তাকওয়া মু'মিন জীবনের ভূষণ, ইসলামী আন্দোলন: শরয়ী মর্যাদা, ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি এবং তার পিএইচ-ডি থিসিস 'মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদের আরবি ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা' পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায়।

তিনি শিক্ষা ও ব্যবসায়িক কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আইকাব-২০০৯, এইচ.বি.আর.আই-২০১২, রিহ্যাব-২০১৪, ওআই.সি-এসি.এফ-২০১৭, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্মৃতি সম্মাননা-২০১৭ এর পদক ও সম্মাননা পত্রে ভূষিত হন। তার সহধর্মিণীর নাম নাহিদ আঞ্জুম নাবিলা। তিনি তিন সন্তানের জনক।

লেখকের কথা

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছুই করি না কেন, তাতে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। ইসলাম কেবল কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম নয় বরং এ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এতে আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের যেমন বিস্তারিত নিয়ম-কানুন রয়েছে, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমেরও রয়েছে সুবিন্যস্ত ও পরিশীলিত নির্দেশনা। ইসলামের প্রতিটি অনুশাসনের একটি বাহ্যিক রূপ থাকলেও এর ভিতরে নিহিত রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ। তাই ইসলাম চর্চা করার জন্য একজন মুসলিমকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই সচেতন থাকতে হয়। এ কল্যাণ লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে, তার কাজটি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সুন্নাহ অনুযায়ী আদায় করা।

সমাজের সর্বত্র সকল পেশার মুসলিমই তার প্রাত্যহিক জীবনের দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ শেষ করে কেউ কেউ ৭০-৮০ বছর এমনকি ১০০ বছরকাল অতিক্রান্ত করেছে। তিনি যদি জানতেন যে, দৈনন্দিন ফরয কার্যাবলি সম্পন্ন হওয়ার পরও একজন মুসলিমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আরও কিছু নফল কার্যাবলি সম্পন্ন করলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব, তাহলে আমার বিশ্বাস গোটা মুসলিম উম্মাহর আমালিয়াত যিন্দেগী আরো সুন্দর ও গুছানো হতো। এই বইয়ের প্রত্যেকটি দু'আ ও যিক্র রাসূলুল্লাহ'র শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। একই সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ দু'আ কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছেন তা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট হাদীসও পেশ করা হয়েছে।

অনেকে বলেছেন, বইটিতে কুরআন-হাদীসের দু'আ-যিক্র-এর বাংলা উচ্চারণ যুক্ত করতে, কিন্তু এর দ্বারা আরবী বেশ কিছু হরফের উচ্চারণ বিকৃত হওয়ার আশঙ্কায় তা দিতে পারিনি। সত্যি বলতে, দুনিয়ার প্রয়োজনে আমরা কত কিছুই তো শিখি। আখিরাতের অনন্ত জীবনের সাফল্য লাভের আগ্রহ নিয়ে কেউ চেষ্টা করলে এতটুকু আরবী শেখা খুব বেশি সময়ের ব্যাপার নয়।

উলামা-মাশায়েখ বা গবেষকদের সুবিধার জন্য যথাসম্ভব রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে। বইটি দিন-রাত্রির সময়ের ব্যাপ্তি অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনে 'আমল ও যিক্র, আরবী মাসসমূহের ক্রমান্বয়ে দিবসসমূহের 'আমল এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী হুকুম-আহকাম ও পারস্পরিক নানামুখী সম্পর্কের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

মূলতঃ একজন মু'মিন আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, “যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের আত্মা

প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই আত্মা প্রশান্তি পায়।” [সূরা ১৩; আর-রা’দ ২৮]

বইটি লিখতে গিয়ে বারবার হেঁচট খেয়েছি। কেননা, এ বিষয়টি উপস্থাপন করতে যতটুকু জ্ঞান দরকার, তা আমার নেই। সম্প্রতি রমযান মাসের শেষ দশকে মাসজিদুল হারামে ই’তিকাহের সময় কা’বা শরীফ তাওয়াফ অবস্থায় বইটির বর্ণিত দু’আ পড়েছি। মুলতাজিম ও কা’বা শরীফের দরজায় পাণ্ডুলিপি নিয়ে মহান আল্লাহর কাছে এই বইটির কবুলিয়াতের জন্যও চোখের পানি ফেলে দু’আ করেছি। আমি আমার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে বইটি সুন্দর করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তদুপরি আল-মাসজিদুল হারামের লাইব্রেরিতে মূল হাদীসগ্রন্থ থেকে এর দু’আ ও রেফারেন্সগুলো মিলিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। এরপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। কোনো সহৃদয় পাঠক ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দিলে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। বইটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী ও প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সংশোধনী দিয়েছেন ফেনী বড় মাসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, ড. মাওলানা পেয়ার আহমাদ ও মুফতি হাফেয মাহমুদুল হাসান। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ঢাকাস্থ মিছবালুল উলুম কামিল মাদরাসার মাননীয় অধ্যক্ষ ড. মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান মাদানী। বইটিতে উদ্ধৃত দলীলগুলো যিনি পরম ধৈর্যের সাথে পর্যালোচনা করেছেন এবং ত্রুটিমুক্ত, সুন্দর ও সাবলীল করার জন্যে সময়-শ্রম ব্যয় করেছেন। মহান রবের দরবারে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করছি।

সবুজপত্র পাবলিকেশন্স’র সম্পাদক ও প্রকাশক মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

পরিশেষে, দয়াময় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন সকল নবী-রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন এবং এই গ্রন্থকে যে সকল পাঠক গ্রহণ করে এর মাধ্যমে দৈনন্দিন দু’আ ও জীবন পরিচালনা করবে তাদেরকে উপকৃত করেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সৎ-কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞানী, মহান প্রতিপালক। আমীন !

ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ

harunr08@gmail.com

ঢাকা, ১৮ জুন ২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
মু'মিনের নিত্যদিনের 'আমল : গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা	১৯
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর যিক্র	২৯
দৈনিক পাঁচটি সময়ে যিক্র-আযকার	৩৩
মহান আল্লাহর দরবারে ইবাদাত কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত	৩৫
ঈমান বিনষ্টকারী দশটি বিষয়	৩৮
মু'মিনের সাধারণ গুণাবলি	৪৫
মু'মিনদের পাঁচটি গুণ	৪৭
মু'মিনের গুণাবলি অর্জনকারীর সফলতা	৫৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
দৈনন্দিন 'আমল ও মহান আল্লাহর স্মরণ	৫৭
প্রথম পরিচ্ছেদ: দৈনন্দিন 'আমল ও মহান আল্লাহর স্মরণ	৫৮
ঘুম থেকে উঠার পর 'আমল	৫৮
টয়লেট বা বাথরুম ব্যবহারের 'আমল	৫৮
মিসওয়াকের 'আমল	৬১
ওযূর শুরু-শেষে 'আমল	৬৩
তাহিয়্যাতুল ওযূর 'আমল	৬৬
গোসলের 'আমল	৬৭
বাসা-বাড়ি থেকে বের হওয়ার 'আমল	৬৯
সফরের 'আমল	৭০
বাসা-বাড়িতে প্রবেশের 'আমল	৭১
আয়না দেখার দু'আ	৭৩
খাবার শুরু করার 'আমল	৭৩
খাবার ও পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ নির্দেশনা	৭৫
খাবার শেষে 'আমল	৭৮
যানবাহনে উঠার 'আমল	৭৮

উপরে ওঠা ও নিচে নামার সময় 'আমল	৭৯
বাজারে প্রবেশের দু'আ	৭৯
রোগী দেখার দু'আ	৮০
বৈঠক শেষে দু'আ	৮১
দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ	৮১
ঋণ পরিশোধের দু'আ	৮২
সামাজিক আচরণে 'আমল	৮৩
শয়তানের উপদ্রব বা কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায়	৮৪
দিনের বিভিন্ন সময়ের 'আমল	৮৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আযান-ইকামাত ও মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার 'আমল	৮৭
আযানের সময়কার 'আমল	৮৭
আযান শেষে 'আমল	৮৮
আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের 'আমল	৯০
ইকামাতের জবাব	৯০
মাসজিদে যাওয়ার সময় 'আমল	৯০
মাসজিদে প্রবেশের 'আমল	৯২
মাসজিদ থেকে বের হওয়ার 'আমল	৯৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সালাত আদায়ের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি	৯৫
কিয়াম তথা দাঁড়ানো অবস্থায় 'আমল	৯৫
রুকু' ও রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় 'আমল	৯৮
দুই সিজদা ও তার মধ্যবর্তী সময়ের 'আমল	৯৯
তাশাহুদ, দরুদ ও দু'আ মাছুরার 'আমল	১০০
মাসজিদে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও আদব	১০২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: দৈনন্দিন সুন্নাত ও নফল সালাতের 'আমল	১০৪
দৈনন্দিন সুন্নাত সালাত	১০৪
১. ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত	১০৫
২. যুহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার ও পরে দু' রাক'আত সুন্নাত	১০৬
৩. আসরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত যাইদাহ	১০৭
৪-৫. মাগরিব ও 'ইশার পর দু' রাকআত সুন্নাত	১০৭
৬. বিতর সালাত	১০৮

৭. প্রতিবেশীর সাথে পাপকর্মে লিপ্ত না হওয়া	৩৪৫
৮. প্রতিবেশীর মন্দ আচরণ ও কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ	৩৪৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ	৩৪৮
১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশপ্রেম	৩৪৮
২. কখন দেশ ত্যাগ করা যাবে	৩৪৯
৩. স্বদেশের প্রতি দায়িত্ববোধ ও আল্লাহ তাআলার পুরস্কার	৩৫০
সপ্তম পরিচ্ছেদ: খিদমতে খাল্ক বা আল্লাহর সৃষ্টির সেবা	৩৫১
১. সবার প্রতি সদয় আচরণ	৩৫১
২. মানবসেবা	৩৫১
৩. আত্মীয়-স্বজনের সেবা	৩৫২
৪. প্রতিবেশীর সেবা	৩৫২
৫. ইয়াতীমদের সেবা	৩৫২
৬. অভাবগ্রস্তের সেবা	৩৫৩
৭. মেহমানদের সেবা	৩৫৩
৮. ক্ষুধার্তের সেবা	৩৫৩
৯. অসুস্থের সেবা	৩৫৪
১০. বস্ত্রহীনের সেবা	৩৫৪
১১. কল্যাণকর সুপারিশ	৩৫৪
১২. সার্বজনীন সেবা	৩৫৪
১৩. পথচারীর সেবা	৩৫৫
১৪. দান-সাদাকাহ	৩৫৫
১৫. জীবজন্তু ও পশুপাখির সেবা	৩৫৫
১৬. উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের সেবা	৩৫৬
বিবিধ: রাসূলুল্লাহ'র কয়েকটি বিশেষ নির্দেশনা	৩৫৭
[এক] এক মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের বিশেষ ছয়টি অধিকার	৩৫৭
[দুই] দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় আল্লাহ তাআলার বিশেষ নয়টি নির্দেশনা	৩৬০
[তিন] কিয়ামত দিবসে মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার পাঁচটি প্রশ্ন	৩৬১
[চার] কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়াপ্রাপ্ত সাত শ্রেণির মানুষ	৩৬২
উপসংহার	৩৬৪

মু'মিনের নিত্যদিনের 'আমল গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা

যারা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করেন এবং নিয়মিত ফরয ইবাদাতসমূহ পালনে অভ্যস্ত ও দৈনন্দিন হালাল পথে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করেন, তারা যেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারেন, সে জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এসব নবী-রাসূলের চলার পথের দিক-নির্দেশনা হিসেবে বিভিন্ন আসমানী কিতাব ও ছহীফা নাযিল করেন। নবী-রাসূল প্রেরণের পরম্পরায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনুল কারীম। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনের মাধ্যমে শেষ উম্মত হিসেবে আমাদের জন্য আলোকোজ্জ্বল জীবন দর্শন তৈরি করে দিয়েছেন। যেখানে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বিধার কিছুই নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

“সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে।” [সূরা ২; আল-বাকারাহ ২৫৬]

তাই ইসলামী জীবন-বিধান কোনো কিছু সংযোজন-বিয়োজনের অবকাশ নেই। প্রয়োজন শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল আল্লাহর যিক্র। শুধুমাত্র ইস্তিজারত অবস্থায় ও স্বামী-স্ত্রীর একান্ত অবস্থা ছাড়া তাঁদের জিহ্বা সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিক্রে মগ্ন থাকত। তাই যিক্রকে তাঁদের জীবনের একটি অন্যতম আদর্শ ও কর্ম হিসাবে ধরা যায়।

এ ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় আল্লাহর যিক্র করতেন। [বুখারী: ২১৪, মুসলিম: ৩৭৩]

মানুষ অসুস্থ হলে তার রুচি নষ্ট হয়ে যায়। তখন দেহের জন্য উপকারী ও সুস্বাদু খাদ্যেও তার অনীহা সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিকারক খাদ্য গ্রহণে তার লোভ বেড়ে যায়। হৃদয়ের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর যিক্র মানুষের হৃদয়কে তৃপ্ত ও প্রশান্ত করে। কিন্তু অনেক হৃদয় তার প্রভুর যিক্রে অনীহা অনুভব করে। তাই আত্মিক সুস্থতা ও ভারসাম্যপূর্ণ হৃদয়ের জন্য মু'মিনকে সদাসর্বদা আল্লাহর যিক্রে তার হৃদয় ও জিহ্বাকে মগ্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন ব্যস্ততা, কর্মচিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদির কারণে যিক্রবিহীন থেকে হৃদয়কে পূর্ণ অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়া যাবে না। কারণ, এভাবে চলতে দিলে এক সময় তা ফরয ইবাদাত পালনেও অনীহা সৃষ্টি করতে পারে। বান্দাহ যখন দৈনন্দিন কার্যক্রমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, তখন তিনি বান্দাহকে তার 'আমলের উত্তম বিনিময় দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

“সুতরাং, তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।” [সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৫২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।” [সূরা ৩৩; আল-আহযাব ৪১-৪২]

আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»

“যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, জীবিত ও মৃতের সমতুল্য।” [বুখারী: ৫৯২৮]

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ،

ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ

গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা

تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ
بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمِشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

“আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেকোন ধারণা করবে সেভাবেই সে আমাকে পাবে। সে আমাকে স্মরণ করলে আমি তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার মনের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক বাহু বা গজ্ অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।” [মুসলিম: ২৬৭৫]

মহান আল্লাহ যেভাবে নবী-রাসূলগণের দু‘আ কবুল করেছেন

আল্লাহকে স্মরণ করার পর মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের ডাকে কিভাবে সাড়া দিলেন, তার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

১. আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া আলাইহিস সালাম জান্নাতে শয়তানের প্ররোচণায় নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে বের করে তাঁদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন। তাঁরা মহান আল্লাহর সমীপে ক্ষমা চেয়ে এ বলে দু‘আ করেন,

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ﴾

“হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।” [সূরা ৭; আল-আ‘রাফ ২৩]

তখন আল্লাহ তাআলা সে ডাকে সাড়া দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং আরাফাতের ময়দানে উভয়কে একত্রিত করলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾

“তারপর তার রব তাকে নির্বাচিত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথ-নির্দেশনা দান করলেন।” [সূরা ২০; তা-হা ১২২]

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর যিক্র

যিক্রের দুটি পর্যায় রয়েছে, যেমন রয়েছে ইবাদাতের ক্ষেত্রেও। প্রথমত: ফরয যিক্র, যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরআন অধ্যয়ন ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: নফল যিক্র, ঘুম থেকে ওঠে আবার ঘুমানো পর্যন্ত একজন মু'মিনকে নিত্যদিনে প্রয়োজনীয় যেসব কাজ করতে হয়, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পাদন করা। আর এটাই মূলত এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়।

যদি কোনো মু'মিন অন্যান্য ফরয ইবাদাত আদায় করার সাথে সাথে নফল যিক্র আদায় করে, তাহলে তার যিক্র হবে অত্যন্ত ফলদায়ক। কিন্তু সে যদি ফরয ইবাদাতে অবহেলা করে, অথচ নফল যিক্র বেশি বেশি করে তাহলে তা হবে নিঃসন্দেহে বাতুলতা। অবস্থাবিশেষে হয়তো নফল ইবাদাত কখনো ফরয ইবাদাতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। ফরয ইবাদাত হলো, আবশ্যিকীয় বা অপরিহার্য বিষয় আর নফল ইবাদাত হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ফরয পরিত্যাগ করলে কবীরাহ গুনাহ হয়। কবীরাহ গুনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদাতের অর্থ হলো সর্বান্তে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় কাপড়ে আতর মাখানোর মতো।

মনে রাখতে হবে যে, ফরয ইবাদাতের মাঝে যে সকল নফল ইবাদাত থাকে তাও ফরয ইবাদাতের বাইরের সাধারণ নফল ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। সালাতের মধ্যে অসংখ্য ফরয, সুন্নাহ ও নফল যিক্র রয়েছে। এগুলো বিশুদ্ধভাবে পালন করা সালাতের বাইরের অন্যান্য যিক্রের তুলনায় উত্তম। তাই নফল যিক্র-আযকারে রত হওয়ার আগে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান, সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত তথা ফরয ও তৎসংশ্লিষ্ট নফল যিক্র বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। তা না হলে সাধারণ নফল যিক্রের পরিশ্রমও সুন্নাহবিরোধী হয়ে যাবে।

আল কুরআনের আলোকে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর যিক্র

মহান আল্লাহ আল-কুরআনে বিভিন্নভাবে তাঁর যিক্র ও প্রশংসার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আদি মানব আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বিভিন্ন নবীদের যিক্রের প্রকৃতি তাতে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি এতে ফেরেশতাদের যিক্রের বর্ণনাও এসেছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾

“আপনার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয় ও ভীতির সাথে ও অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন এবং উদাসীন হবেন না।” [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ২০৫]

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾
“অতএব, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আপনি আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করুন।” [সূরা ৪০; আল-মু'মিন ৫৫]

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فُرطًا﴾

“আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে এবং আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।” [সূরা ১৮; আল-কাহ্ফ ২৮]

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

“অতঃপর সে [যাকারিয়্যা] মিহ্রাব হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল।” [সূরা ১৯; মারইয়াম ১১]

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ
مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

“যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়,